Advocacy, policy and support on male sexualities

Naz Foundation International

বিকাশ হাত-বই

এইচআইভি/এইডস, যৌন স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কল্যান বিষয়ক কাজের জন্য যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ করে এমনদের (এমএসএম) জনগোষ্ঠী ভিত্তিক সংস্থা গঠন

বই ঃ ১

সুচনা

উৎসর্গ:

এই অনুক্রম বইগুলি সেইসব কতি, তাদের সঙ্গী ও পরিবার সমুহকে উৎসর্গিত করা হল যারা এইডস নিয়ে একাকিত্ব এবং অনাদর অবহেলায় মৃত্যুবরন করেছেন।

ধন্যবাদান্তে:

আমরা তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা সামাজিক এবং চাহিদা নিরূপনী কার্যক্রম, যৌন স্বাস্থ্য প্রকল্প, সাক্ষাৎকার গ্রহন, ওয়ার্কশপ, এবং মিটিং-এ ধৈর্য, সততা, এবং বন্ধুত্বপুর্ন মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহন করেছেন। আমরা আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা পার্কে, চায়ের দোকানে, রাস্তার কোনায়, খাওয়ার হোটেলে, রিক্সায় বসে এবং হোটেলের বারান্দায় দাড়িয়ে ধৈর্যের সাথে আমাদেরকে তাদের জীবনের গল্প বলেছেন। আমরা আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি সে সকল ব্যক্তি ও সংস্থাকে যারা পুরুষে পুরুষে যৌন কাজে অভ্যস্ত (এমএসএম) জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানের চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন, যাদের জন্য এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। উপরে উলে-খিত সকলের আন্তরিকতা ছাড়া এই ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন সম্ভব ছিল না।

আমরা আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউএনএইডসকে, এই ম্যানুয়ালটি আরো উন্নত ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে সমর্থন ও উৎসাহ প্রদানের জন্য।

প্রকাশনা তথ্য:

নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশানাল কতৃক ২০০৪ সালে প্রকাশিত।

এই হ্যান্ডবুকটি এবং এই সেটের অন্য বইগুলির ইলেক্ট্রনিক অনুলিপি পাওয়া যাবে www.nfi.net অথবা নিম্ন লিখিত ভারত অফিসে। অতিরিক্ত অন্য ভাষার ও পাওয়া যাবে, এবং অতিরিক্ত তথ্যের জন্য ওয়েব সাইট দেখার জন্য অনুরোধ রইল।

নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশানাল
দক্ষিন- এশিয়া আঞ্চলিক অফিস
৯ গুলজার কলোনি, নিউবেরি লেন
লাকনোও ২২৬ ০০১, ইন্ডিয়া
টেলিফোন: +৯১(০) ৫২২ ২২০৫৭৮১/২
ইমেইল: lucknow@nfi.net

সূচি পত্রঃ

এই বই ও অন্য পর্বগুলির পরিচিতি	১
নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশানাল এর পরিচিতি	৩
এন এফ আই এর আন্তর্জাতিক সেবা সমুহ	৫
এই হ্যান্ডবুকে ব্যবহৃত অপ্রচলিত শব্দ/টার্ম	৭
দক্ষিন- এশিয়ার যৌনতা এবং যৌন স্বাস্থ্য, একটি তাত্ত্বিক কাঠামো	১১
নাম/সংজ্ঞায়িত করনের আদর্শ মান? অপ্রচলিত শব্দ/টার্ম এর সঠিক ব্যবহার	১৯
নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশানাল এর নৈতিক বিবৃতি	২৩
এমএসএম যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রক্ষেপের জন্য এনএফআই এর মডেল বা আদর্শ পদ্ধতি	২৫
পূর্ন শব্দ	২৯
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৩১

এই বই ও অন্য পর্বগুলির পরিচিতি

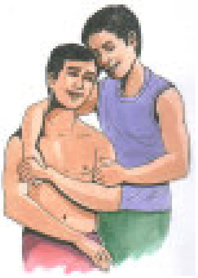

এক সেট বইয়ের মধ্যে এটি হচ্ছে প্রথম নম্বার বই, এটি তাত্ত্বিক কাঠামো ভিত্তিক, এবং পুরুষে-পুরুষে যৌন কাজ করে (এমএসএম) এমন জনগোষ্ঠী যে সকল সমস্যায় আক্রান্ত সে সকল বিষয় নিয়ে ধাপে ধাপে সংস্থা গঠন রীতি বিষয়ের বই। এই বইয়ের সেটে, নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল পুরুষে-পুরুষে যৌন কাজ করে (এমএসএম) এমন জনগোষ্ঠী যে সকল সমস্যায় আক্রান্ত সে সকল বিষয় নিয়ে দক্ষিন এশিয়ায় এমএসএম এর যে ব্যাপক জনগোষ্ঠী গঠনে কাজ করছে তা উপস্থাপন করেছে। ১৯৯৬ সাল হতে, এই বইয়ের পর্বগুলিতে যে বিস্তারিত মডেলগুলি বর্নিত হয়েছে তা ব্যবহার করে এমএসএম জনগোষ্ঠী যে সকল সমস্যায় আক্রান্ত সে সকল বিষয় নিয়ে ৩০টি প্রকল্প গঠিত হয়েছে। আমরা আশা করি যে, এই সেটে বর্নিত কাঠামো পুরুষে-পুরুষে যৌন কাজ করে (এমএসএম) এমনদের সকলের সঠিক যৌন স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, যত্ন এবং সামাজিক কল্যান নিশ্চিত করতে আরো বেশী প্রকল্প গঠনে সাহায্য করবে।

পর্বগুলি

এই বইয়ের পর্বগুলি, পুরুষে-পুরুষে যৌন কাজ করে (এমএসএম) এমন জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কমিউনিটি ভিত্তিক পুরুষ যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রোগ্রাম গঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ পথ প্রদর্শক এবং টুল কিট।

এটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে, যেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে খুবই দৃশ্যমান এমএসএমদের যারা কম আয়ের নেটওয়ার্কভূক্ত, অন্যদেরকে যারা কতিদের মত স্ব-চিহ্নিত মেয়েসুলভ পুরুষ। এটির ভিত্তি সেল্ফ-হেল্প ও পিয়ার এডুকেশন এবং নিজেদের সেবা গঠনের জন্য প্রশিক্ষিত এমএসএমদের দ্বারা অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির নীতির উপর দাঁড়িয়ে ।

একবার যখন প্রশিক্ষিত ও উপযুক্ত সার্ভিস গঠিত হয়ে যায়, তাহলে একটি ব্যাপক পুরুষ যৌন স্বাস্থ্য প্রোগ্রাম গঠনের লক্ষ্যে এই গুরুত্বপুর্ন ব্যক্তিদেরকে শুধুমাত্র যারা অন্যদের মত সেই ধরনের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হবে না বরং অন্যদের পার্টনারদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং এমএসএমদের অন্যান্য গতিশীল যৌন আচরন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

৬টি বই নিয়ে এই বইয়ের সেট গঠিত:

বই ১: সূচনা
বই ২: বিষয়বস্তু নির্ধারন
বই ৩: এমএসএমদের কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা গঠন
বই ৪: এমএসএমদের যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন
বই ৫: পরিচালনার টুল সমূহ
বই ৬: অন্যান্য রিসোর্স সমূহ

সুচনা

ওয়ার্কশপটি হচ্ছে ব্যাপক এবং এর একটি নির্দিষ্ট সময়-সূচি আছে এবং এর বিষয়সূচি নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল বিশেষ জনগোষ্ঠীর সাথে যে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করেছে সেখান হতে তৈরীকৃত। এটি বেশীরভাগের জন্য স্বীকৃত যে, তাদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস, কমিউনিটি ভিত্তিক কাজ এবং যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান নাই বললেই চলে। যা হোক সময়-সূচি এবং বিষয়সূচি গুলি যে একেবারেই সুনির্দিষ্ট তা নয় এবং প্রয়োজনমতে অবশ্যই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যোগ্য।

নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল এইধরনের এমএসএমদের যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্প কার্যকর করার জন্য তাদের নিজেদের প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকদের কাজে লাগিয়েছে এবং যারা এই বই ব্যবহার করবে তাদের খুবই ভালভাবে সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, তারা যেন প্রকল্প গঠনের জন্য কাজ শুরু করার আগে পুরোপুরিভাবে এই বইয়ের তাত্ত্বিক বিষয়, ভাষা এবং এমএসএম আচরন, পরিচিতি, যৌনতা, পুরুষত্ব এইসব বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নেন।

”নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল” এর পরিচিতি

নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল (এন এফ আই) একটি বেসরকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা যেটি পুরুষে-পুরুষে যৌন কাজ করে (এমএসএম) এমন জনগোষ্ঠী ও তাদের পার্টনারদের যৌন স্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যান, এবং মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে সংস্থাটি যা করছে তা হল: উন্নয়নশীল দেশে সমুহে এমএসএম নেটওয়ার্ক, দল সমুহ ও সংস্থা সমুহদেরকে আর্থিক, কারিগরী ও সাংগঠনিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে, এডভোকেটিং করে এবং এইসব বিষয়ে পলিসি বানিয়ে যৌনতা, কল্যান, এবং মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করা।

উন্নয়নশীল দেশে সমুহে পুরুষের যৌনতা, যৌন চর্চা এবং স্বাস্থ্য, কল্যান, এবং মানবাধিকার বিষয়ে যথার্থ ও পর্যাপ্ত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এটি (এন এফ আই) কাজ করে যাচ্ছে, যে বিষয়গুলি সে জনগোষ্ঠীই তুলে ধরেছিল এবং এগুলি এইচআইভি/এইডস এবং যৌন স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত।

যেখানেই সম্ভব এটি (এন এফ আই) কারিগরী সহায়তা, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান করে যাবে এবং স্থানীয় সেল্ফ-হেল্প যৌন সংক্রান্ত নেটওয়ার্ক সমুহ, দল সমুহ ও সংস্থা সমুহদেরকে এইচআইভি/এইডস এবং যৌন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনগোষ্ঠী ভিত্তিক এবং সুবিধাভোগীদের দ্বারা চালিত সংস্থা গঠনে সহায়তা প্রদান করে যাবে এবং তাদের পক্ষে এডভোকেসি করবে ।

বিশ্বাস

এন এফ আই বিশ্বাস করে যে তাদের নিজেদের জন্য যথার্থ যৌন স্বাস্থ্য সেবা সমুহের গঠন স্থানীয়দের সহজাত ক্ষমতা, যেখানে সুবিধাভোগী হচ্ছে তারাই যারা এই সেবা দিচ্ছে। এন এফ আই সবসময় এইধরনের উদ্যোগকে সমর্থন করে।

ভিশন

আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে এমন একটি পৃথিবী যেখানে সকলে মর্যাদার সহিত, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সুন্দরভাবে বসবাস করবে।

মিশন

এমএসএম এর উপর প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়ে, এন এফ আই-এর মিশন হচ্ছে কারিগরী, সাংগঠনিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাতে সমাজ বহির্ভূত এবং অসুবিধাভোগী পুরুষদের ক্ষমতাপরায়ন করা যায় যাতে তারা তাদের নিজেদের নিরাপত্তা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা, স্বাস্থ্য এবং ভাল থাকা নিশ্চিত করতে পারে এবং যেখানে প্রান্তিক-সীমানার পুরুষে পুরুষে যৌন কাজে অভ্যস্ত (এমএসএম) জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুচনা

উদ্দেশ্য

- কারিগরী, সাংগঠনিক ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ক্ষমতাপরায়ন করা যাতে নিম্ন-আয়ের এমএসএমদের সংগ্রহদল গঠন, নেটওয়ার্ক তৈরী করা যাতে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজননুযায়ী সেল্ফ-হেল্প যৌন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্প তৈরী এবং সেবা প্রদান করতে পারে।
- জীবন যাপনের মান উন্নয়ন এবং এমএসএমদের মঙ্গলের জন্য অন্যান্য সংস্থা সমুহের সাথে কাজ করা।
- নিম্ন-আয়ের এমএসএমদের সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানাবাধিকারের পক্ষে এডভোকেসি করা।
- এমএসএমদের প্রয়োজনানুযায়ী যৌনবাহিত সংক্রমন/এইচআইভি/এইডসএবং যৌন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ করার জন্য সংস্থা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়দের সাথে পারস্পারিক সহযোগিতা, সহায়তা এবং বোঝাপোড়া বৃদ্ধি।
- প্রান্তিক-সীমায় অবস্থিত এবং সমাজ বহির্ভূত এমএসএমরা যেসকল বিষয় এবং সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলোকে ভালভাবে দৃষ্টিগোচরীভূত করার জন্য গবেষনামূলক কাজে হাত দেওয়া, সমাধান নিরূপন এবং লব্ধ বিষয়গুলি স্ব-উদ্যোগে বৃদ্ধি, তার সাথে সাথে পুরুষত্ব ও যৌনতা বিষয় সমুহ সম্পর্কে বুঝা, যেগুলি এমএসএমদের যৌন স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে আরো বেশী কার্যকর ও স্থিতিশীল হতে পারে।
- উপরে উল্লেখিত বিষয় সমুহে সহায়তা দানের লক্ষ্যে উপযুক্ত ও যথার্থ অর্থ, সম্পদ ও কারিগরী সহায়তা চিহ্নিত করা।

আমরা এমএসএমদের নিয়ে কাজ করছি কেন?

অনেক অনেক এমএসএম আছে যারা প্রান্তিক-সীমায় অবস্থিত, সমাজ বহির্ভূত এবং খুবই অপরাধযুক্ত, যেগুলি যৌনবাহিত সংক্রমন/এইচআইভি/এইডস-এর জন্য ঝুকি এবং বৈষম্য বাড়িয়ে দেয়

- এমএসএম ইস্যূ সমুহ নিয়ে কাজ করছে এমন সংস্থার সংখ্যা খুবই কম
- প্রান্তিক-সীমায় অবস্থিত এমএসএমরা মূলত ভ্রাম্যমান এবং তাদের কাছে পৌছানো কষ্টকর
- বেশীরভাগ এমএসএমরা এইচআইভি/এইডস ও স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প সমুহের সুবিধা ভোগ করে খুবই কম
- গবেষনায় দেখা যায় যে এমএসএমদের মধ্যে যৌনবাহিত সংক্রমন ও এইচআইভির জন্য ঝুকি পূর্ণ আচরন খুবই বেশী
- তাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহিত যার অর্থ হচ্ছে তাদের স্ত্রীরাও যৌনবাহিত সংক্রমন ও এইচআইভির জন্য খুবই ঝুকি পূর্ণ
- এন এফ আই এইচআইভি/এইডস ও যৌন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে শক্তিশালী অধিকার-ভিত্তিক রীতি হাতে নিয়েছে, যৌন স্বাস্থ্যকে উৎসাহিত করতে অতি প্রয়োজনীয় রীতি অনুসরন করছে, এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সংজ্ঞার (যৌন স্বাস্থ্য হচ্ছে শারীরিক, আবেগীয়, বুদ্ধি-বৃত্তি সংক্রান্ত, এবং সামাজিক দিক থেকে যৌনতার একটি পথ যা ব্যক্তিত্ব, যোগাযোগ, ও ভালবাসাকে সমৃদ্ধশালী করে) সাথে একিভুত হয়েই এগুলি করছে।

এন এফ আই এর আন্তর্জাতিক সেবা সমুহ

আঞ্চলিক সেল্ফ-হেল্প প্রোগ্রাম

স্থানীয় নেটওয়ার্ক সমুহকে ক্ষমতাপরায়ন করার জন্য প্রশিক্ষন ও কারিগরী সহায়তা প্রাানের ব্যবস্থা আছে যাতে তারা সেল্ফ-হেল্প এইডস প্রিভেনশন প্রকল্প তৈরী করতে পারে।

আঞ্চলিক ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার

লাকনোওতে অবস্থিত দক্ষিন-এশিয়ার অঞ্চল ভিত্তিক এন এফ আই- এর অফিস যা উত্তর ভারতে অবস্থিত এবং এটি ব্যাপকভাবে আঞ্চলিক প্রশিক্ষন দিয়ে যাচ্ছে এবং এটির একটি তথ্য গ্রন্থাগার আছে যা জেন্ডার, পৌরূষত্ব, যৌনতা, এইচআইভি/এইডস, যৌন স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ বিষয়ক।

পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম

আঞ্চলিক সহায়তা পদান করার পাশাপাশি এন এফ আই পার্টনার সংস্থা সমুহের সাথে কাজ করে যাচ্ছে, নেটওয়ার্ক গঠনে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এবং তথ্য ও দক্ষতা বিনিময় করছে।

আচরন পরিবর্তন যোগাযোগের (বিসিসি) স্রূপদ গঠন

আচরন পরিবর্তন যোগাযোগের (বিসিসি) অনেক উপকরন, এইচআইভি/এইডস প্রিভেনশন এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের স্রূপদ, ব্রিফিং পেপারস, হ্যান্ডবুক এবং ট্রেনিং ম্যানুয়াল তৈরী করেছে।

এডভোকেসি

ঝুকিপূর্ণ পুরূষদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার, নিরপেক্ষতা ও সামগ্রিক মঙ্গলের লক্ষ্যে অনেক আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, এজেন্সি, সংস্থার সাথে এডভোকেসি করে যাচ্ছে।

গবেষনা ও দলিল-পত্র সংরক্ষন (ডকুমেন্টেশন)

অনুসন্ধান ও গবেষনালব্ধ বিষয় যেগুলি ঝুকিপূর্ণ পুরূষদের যৌন স্বাস্থ্য, পৌরূষত্ব, পুরূষ যৌনতাকে আক্রান্ত করে সেগুলির গঠন, সংযোগ স্থাপন, একিভূতকরন।

এই হ্যান্ডবুকে ব্যবহৃত অপ্রচলিত শব্দ/টার্ম

বাইনারী

পুরুষত্ব ও নারীত্ব অথবা পুরুষ ও নারী বোঝাতে ব্যবহৃত সংকেত।

জেন্ডার

পুরুষ ও নারীর মধ্যে কিছু মৌলিক জৈবিক পার্থক্য আছে যা প্রজননে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রাখার সাথে সম্পর্কিত। এ পার্থক্য ছাড়াও অনেক সমাজ পুরুষ ও নারীর জন্য সমাজে আলাদা আলাদা ভূমিকা, অধিকার ও দায়িত্ব ঠিক করে দেয়। সমাজ সৃষ্ট পুরুষ ও নারীর এই পার্থক্যকে বোঝাতেই জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

উপলব্ধকৃত জেন্ডারের পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে ব্যাপকভাবে গৃহীত সামাজিক ও সংস্কৃতিক বিশ্বাস ও প্রথা যা পুরুষ ও নারীর আচরন ও ক্ষমতা সম্পর্কিত। জেন্ডার সম্পর্কিত এই সকল বিশ্বাস ও প্রথা স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে অসমতা তৈরী করছে। বেশীরভাগ সমাজেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষরা নারীদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান। এধরনের জেন্ডার অসমতা পুরুষ ও নারীর যৌন স্বাস্থ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

জেন্ডারের ফ্রেমওয়ার্ক

জেন্ডার শব্দটি একটি বিভক্তির নাম কিন্তু প্রায় যখনই এটি ব্যবহৃত হয় তখনই যেন নারীকেই বোঝানো হয় যেখানে পুরুষরা যেন অনুপস্থিত। এই দলিলে "জেন্ডারের" এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে একটি অবস্থাকে ব্যাখা করার জন্য। যেমন বাংলাদেশে যেখানে সামাজিক নীতিতে জেন্ডারের সীমা দৃঢ় ও স্পষ্ট এবং যেখানে পুরুষে পুরুষে যৌনকাজের আচরনের প্রাথমিক (এবং দৃশ্যমান) ফ্রেমওয়ার্ক রচিত আছে যা সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন সম্পর্কিত নয়, কিন্তু জেন্ডার পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত, জেন্ডারের ফ্রেমওয়ার্ক এই শব্দটি সহজ-সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই সংক্রান্ত বিষয় ব্যাখ্যার জন্য, যেমন: যে পুরুষ কতি তাকে পুরুষ হিসেবে গন্য করা হচ্ছে না বরং তাকে পুরুষ নয় বা মেয়েলি পুরুষ হিসেবে গন্য করা হচ্ছে।

পুরোহিতবর্গীয় এবং বিরুদ্ধবাদের ফ্রেমওয়ার্ক

সেখানে এই সকল টার্ম বা শব্দ ব্যবহৃত হয় যেখানে এই জেন্ডারগুলি এবং এগুলির গুনাগুন পুরোহিতবর্গের মতানুযায়ী দেখা দিতে পারে এবং এগুলি পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ। অন্য কথায়, পৌরুষত্ব হচ্ছে মেয়েলিপনা থেকে উৎকৃষ্ট এবং তার উল্টোটি ও হতে পারে।

সমসামাজিক এবং সমআকর্ষনীয়দের সংস্কৃতি

দক্ষিন এশিয়াতে জেন্ডার পৃথকিকরন জেন্ডার দ্বন্দ্বে সামাজিক দৃঢ় নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক সম্পর্ক হচ্ছে সম জেন্ডারের মধ্যে, যা সমসামাজিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করছে। সমআকর্ষনবাদ এই শব্দটি এ বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থে যে, জনসমক্ষে পুরুষে -পুরুষে বা নারীতে- নারীতে আকর্ষন সমাজ স্বীকৃত। উদাহরন স্বরূপ, বাংলাদেশে এটি একটি স্বাভাবিক

ও সাধারন ব্যপার যে একজন পুরুষ অন্য আরেকজন পুরুষের হাতে হাত রেখে বা বাহুতে বাহুতে জড়াজড়ি করে হাটছে। প্রায়ই একজন পুরুষ বন্ধু অন্য বন্ধুর সাথে একই বিছানায় ঘুমাচ্ছে এবং একজন আরেকজনকে জড়িয়ে আছে।

হিজড়া

এটি একটি স্ব-চিহ্নিত টার্ম এবং এই শব্দটি ব্যবহার করে এমন এক ধরনের পুরুষ যারা নিজেদেরকে পুরুষ বা মহিলা কোনটিতেই পরিচয় দিতে রাজী নয় বরং তৃত্বীয় জেন্ডার হিসেবে পরিচিত হতে ইচ্ছুক। হিজড়ারা ব্যক্তি ও জনগনের কাছে বিপরীত-পোষাক পরিহিত এবং তারা সামাজিক, ধার্মিক ও সংস্কৃতিক গোষ্ঠির একটি অংশ। হিজড়া পরিচিতির আরেকটি অংশ হতে পারে যে তাদের রীতিনুযায়ী খোজা করা (পুরুষ অংগ কাটিয়া ফেলা), কিন্তু সকল হিজড়ারা খোজাকৃত নয়। পুরুষের সাথে যৌন কাজ হচ্ছে সাধারন ব্যাপার। তাদের নিজস্ব ভাষা আছে যা উল্টি নামে পরিচিত।

কতি

এটি একটি স্ব-চিহ্নিত লেবেল যা ব্যবহৃত হয় সে সমস্ত পুরুষকে বোঝাতে যারা মহিলাদের মত আচরন করে (হয়ত পৌরুষত্বপূর্ণ কোন পুরুষকে যৌন সঙ্গী হিসেবে আকৃষ্ট করার জন্য নতুবা নিজেদের জেন্ডার গড়ে তোলার জন্য, তবে বিশেষ বিশেষ সময় ও অবস্থায় এরকম করে থাকে), এবং তারা নিজেরা বলে যে তারা অন্য পুরুষের পুরুষাঙ্গ তাদের পায়ু পথে এবং/অথবা মুখে নিতে পছন্দ করে। কতি আচরনকে (কতিপনাকে) সামাজিক দিক থেকে একটি নাট্য আচরন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্ব-চিহ্নিত কতি এই টার্ম বা শব্দ ব্যবহার করা হয় সে পুরুষের জন্য যে যৌনকাজে পুরুষাঙ্গ গ্রহন করে, এমনকি তাদের আচরন মহিলাদের মত না হওয়া সত্তেও। এটাই হচ্ছে এমএসএমদের আচরনগত প্রাথমিক ও খুবই দৃশ্যমান ফ্রেমওয়ার্ক। কতিরা বলে যে তারা অন্য কতির সাথে যৌন কাজ করে না। আবার তারা মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে ও আবদ্ধ হতে পারে।

পৌরুষত্ব

পৌরুষত্বকে ব্যাখা করা হয়েছে এভাবে যে, পৌরুষত্ব হচ্ছে প্রচন্ড ক্ষমতাবান ও নেতৃত্বের ফ্রেমওয়ার্ক, যেখানে বলা হয়েছে সামাজিক, ব্যাক্তিগত, যৌন সম্পর্কিত ও সংস্কৃতিক দিক থেকে একজন পুরুষের আচরন ও কর্ম কি ধরনের হওয়া উচিত। যাহোক, ইহা ও স্বীকৃত যে পৌরুষত্বের বিভিন্ন গঠন আছে এবং এগুলি সংস্কৃতি, বয়স, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন সমুহ, যৌন আকাঙ্খা, প্রকৃত আচরন, জেন্ডার পরিচিতি, অর্থনৈতিক শ্রেনী এবং ধর্মের উপর নির্ভর করে।

পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন কাজ করে

পুরুষ শব্দটি আমরা ব্যবহার করেছি সকল বয়সের পুরুষকে বোঝাতেই, এবং পুরুষের সম্পুর্ন জীবনের গঠনকে এবং জেন্ডারকে বোঝাতে। যা আমরা দক্ষিন এশিয়াতে পেয়েছি, উদাহরন স্বরূপ: বিয়ে করার পর একজন ছেলে পুরুষ হয় তার আগে পর্যন্ত সে থাকে ছেলে, এবং

হিজড়ারা (ট্রান্সজেন্ডাররা) পুরুষ হিসেবে পরিচিত বা স্বীকৃত নয়। এমনকি আমরা যাদের সাথে কাজ করেছি এমন অনেক মানুষও বলেছেন যে তারা মনে করে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ প্রথাগতভাবে শুধুমাত্র শিশুকালেই হয়ে থাকে।

পান্থি

কতির দিক থেকে পান্থি হচ্ছে যে কোন পৌরুষত্বপূর্ন পুরুষ। পুরুষে পুরুষে যৌন কাজের সময় যার যে যৌন ভূমিকা থাকে সাধারনত তার উপর নির্ভর করেই যৌন আচরনের জেন্ডার বিভক্ত। বাংলাদেশে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজের প্রেক্ষাপট হচ্ছে এইরূপ, যেখানে কতিকে পুরুষ হিসেবে দেখা হচ্ছে না অন্যদিকে যে প্রবেশ করাচ্ছে সে নিজেকে পৌরুষত্বপূর্ন পুরুষ হিসেবে দেখছে। সহজ কথায় পান্থি হচ্ছে সে পুরুষ যে তার পুরুষাঙ্গ অন্যের ভিতর প্রবেশ করায় হোক সে মহিলার মধ্যে নতুবা পুরুষের মধ্যে। আবার পান্থিরা মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে ও আবদ্ধ হতে পারে। সামাজিক শ্রেণী ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন পেশার হয় তা হতে পারে রিক্সা চালক হতে ব্যবসায়ী পর্যন্ত।

পারিক

কতির দিক থেকে পারিক হচ্ছে কতির স্বামী। আবার পারিকের একই সময়ে স্ত্রী থাকতে পারে এবং অন্যদিকে একই সাথে অন্যান্য মহিলার সাথেও তার যৌন সম্পর্ক থাকতে পারে যেমন থাকতে পারে অন্যান্য পুরুষের সাথেও।

সেক্স

সেক্স শব্দটির অর্থ বিবেচনা ও ব্যবহারের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন, এক এক জায়গায় এটার এক এক অর্থ, এই হ্যান্ডবুকে সেক্স শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে যৌন আচরন যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে এমন কোন কার্য যার মাধ্যমে যৌন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

সেক্সুয়ালিটি বা যৌনতা

আমরা এই শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করেছি তা হল সেক্সুয়ালিটি হচ্ছে একজন মানুষ যেভাবে সম্পূর্নভাবে তার নিজেকে উপলব্ধি করে বিভিন্ন দিক থেকে যেমন, যৌন আকাঙ্খা, জেন্ডার পরিচিতি, প্রকৃত আচরন এবং নিজের সংস্কৃতির দিক থেকে যৌন বিষয়ক ধারনা এবং বাকী মানুষেরা অন্যদের এ বিষয়টি কিভাবে দেখে তার উপর। এটি ও স্বীকৃত যে একই সংস্কৃতিতেও সেক্সুয়ালিটি বা যৌনতার বিভিন্নতা আছে এবং এগুলি, বয়স, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন সমুহ, যৌন আকাঙ্খা, প্রকৃত আচরন, জেন্ডার পরিচিতি, অর্থনৈতিক শ্রেনী এবং ধর্মের উপর নির্ভর করে।

সামাজিক গঠনতন্ত্ররীতি

তাত্ত্বিক বিষযটি যার ভিতর এই গবেষনা লুকায়িত, তা সামাজিক গঠনতন্ত্ররীতির মূলনীতির উপর ভিত্তিগত, যা পৌরুষত্ব, যৌনতা ও যৌন আচরন ইত্যাদির ধারক এবং এগুলি সামাজিকভাবে গঠিত যা সামাজিক ও যৌন সম্পর্কিত ধর্মীয় গ্রন্থের দ্বারা প্রক্রিয়ান্বিত।

দক্ষিন- এশিয়ার যৌনতা এবং যৌন স্বাস্থ্য, একটি তাত্ত্বিক কাঠামো

যৌনবাহিত সংক্রমন ও এইচআইভি/এইডস বিষয়ে কার্যকরী প্রতিরোধমূলক প্রোগ্রাম সমুহের গঠন নিয়ে দক্ষিন এশিয়ায় বিতর্ক রয়েছে, যেভাবে এ অঞ্চলে এইচইআইভির প্রাদুর্ভাব দিন দিন বাড়ছে বৃহত্তর স্বার্থে তার ভিত্তিতেই জরুরী প্রয়োজনীয়তায় যেগুলি গৃহীত। এই প্রোগ্রামগুলো যদি সুনির্দিষ্টভাবে দক্ষিন এশিয়ার সাংস্কৃতিক কাঠামোর উপযুক্ত না হয় যা যৌন আচরনে দেখা যায় তাহলে তা অকার্যকর হবে এবং পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে।

উপযুক্ত কৌশলের প্রোগ্রাম শুরু করতে চাইলে প্রথমে আমাদেরকে দক্ষিন এশিয়ার সংস্কৃতিক কাঠামো, জেন্ডারের ধরন, যৌন আচরন, যৌনতা ইত্যাদি সম্পর্কে ভালভাবে জেনে নিতে হবে। যদি আমরা এ সম্পর্কে ভালভাবে তর্ক-বিতর্ক করে জেনে নিতে না পারি, যদি আমরা ব্যাক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে জটিল যৌনতাকে বুঝতে না পারি, কোন যৌন সংস্কৃতি ও যৌন আচরন বিদ্যমান তা বুঝতে না পারি তাহলে আমরা উপযুক্ত কার্যকরী প্রতিরোধ মূলক প্রোগ্রাম তৈরী করতে সমর্থ হব না।

যেখানে ইতিমধ্যেই ভারতে এসটিআই, হেপটাইটিস বি এবং এইচআইভি/এইডস এর ব্যাপকতা বেশী, এবং সাথে সাথে চারপাশের দেশগুলোতে ও সংক্রমনের হার দিন দিন বাড়ছে। এইডস সহ বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্য সেবা দিতে দক্ষিন এশিয়ার সরকার যেখানে বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় হিমসিম খাচ্ছে। প্রাথমিক, দ্বিতীয় এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে কার্যকরী যৌন স্বাস্থ্য সেবার প্রসার ঘটানো তাদের সামর্থ্যের বাহীরে আর তার কারন হচ্ছে ফান্ডের অপর্যাপ্ততা, অন্যান্য জরুরী বিষয়, অস্বীকার, এই সংক্রান্ত বিষয়ের অদৃশ্যতা, অন্যান্য অর্থনৈতিক চাপ, ভয়, যৌনাধিক্য, সেক্স এর প্রতি অতিকার্ষন, সমকামিতার প্রতি অতিকার্ষন এবং অজ্ঞতা।

দক্ষিন এশিয়ায় এইচআইভি/এইডস বিস্তারের প্রধান পথ হচ্ছে প্রবেশমূলক যৌন কাজ। যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমানুযায়ী এইচআইভি/এইডস এর ব্যপ্তিতাকে বিপরীতকামী ও সমকামী এই দুই ভাগে দেখানো হয়েছে, এবং মোট সংক্রমনের ৭০ ভাগ বিপরীতকামী যৌন কাজের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে বলে দেখানো হয়েছে যাকে দক্ষিন এশিয়ায় যৌনাচরন ও যৌন প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে যেখানে পুরুষে পুরুষে যৌন কাজ খুবই গোপনীয় এবং যা প্রকাশিত হয় না।

দক্ষিন এশিয়ায় সংস্কৃতিতে বিপরীতকামী ও সমকামীতার গঠন কাঠামো ভালভাবে বর্ণিত নয় যা আমরা সাধারনত পাই। এই সমস্ত সম্পুর্ন বিপরীত টার্মিনোলোজি বা পরিভাষার কাঠামো কৃত্রিম ধারনার জন্য দায়ী যা মানুষের প্রকৃত জীবনের সাথে কোন মিল নেই। আর তাই আমরা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারি না যে বিপরীতকামী নাকি সমকামীতার মাধ্যমে এটির বিস্তার হয়েছে। কিন্তু আমরা এটি বলতে পরি যে এটির বিস্তার হয়েছে কিছু সুনির্দিষ্ট যৌন কাজের মাধ্যমে যেমন : যোনি বা পায়ু পথে প্রবেশ মূলক যৌন কাজ। যার অর্থ হচ্ছে যখন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন

ধরনের যৌনাচরন বিদ্যমান থাকে তখন তাদেরকে সুনির্দিষ্ট কোন যৌন কাঠামো যেমন বিপরীতকামী বা সমকামীতায় নির্দিষ্ট করা যায় না।

দক্ষিন এশিয়ার পুরুষ যৌন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যৌন সম্পর্কিত কাঠামোর অদৃশ্যতা, জেন্ডার এর পৃথকিকরন , দক্ষিন এশিয়ার সম-সামাজিকতা, উন্মুক্ত জায়গা সমুহে পুরুষদের নিয়ন্ত্রন, দক্ষিন এশিয়ার লজ্জার সংস্কৃতি, যৌন সংক্রান্ত বিষয়ের অদৃশ্যতা, জনগোষ্ঠির লজ্জা, বিয়ের বাধ্যকতা এবং প্রজনন, দক্ষিন এশিয়ার জেন্ডার কাঠামো, প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীর গঠন কাঠামোনুযায়ী ভূমিকা, ইত্যাদি অনুরূপ আরো যা আছে, প্রকৃত যৌনাচরনে সেগুলির একটি গুরুত্বপূর্ন প্রভাব আছে যা বিপরীতকামী ও সমকামীতার উক্ত সংজ্ঞায় উঠে আসেনি।

নারীদের উপর এইচআইভির প্রভাব, তাদের অনেক সঙ্গীদেরই অন্য পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক থাকতে পারে তা বিবেচনায় রাখা উচিত। অন্য কথায়, নারীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবার উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে গোপনে কিন্তু ব্যাপকভাবে যে পুরুষে পুরুষে যৌনতা তাকে চিহ্নিত করা।

এ বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করার জন্য উপযুক্ত কৌশল গঠনে, আমাদেরকে যৌনতার তাত্ত্বিগত দিক সম্পর্কে, জেন্ডারের গঠন, যৌনাচরনের মনো-সামাজিক গঠন কাঠামো এবং চলতি প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বুঝতে হবে। এবং এই কৌশলগুলি অবশ্যই গঠন করতে হবে ও বুঝতে হবে উপযুক্ত সংস্কৃত কাঠামোনুযায়ী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রায়ই দেখা যায় যে দক্ষিন এশিয়ায় এইচআইভি ও এসটিআই এর প্রতিরোধমূলক ও আউটরিচ কার্যক্রমগুলো গঠিত হয়েছে পাশ্চাত্যের যৌনতা, পরিচিতি, ও যৌনাচরনের কাঠামোর আদোলতে।

যৌনতা ও যৌনাচরনগুলো এবং এ সম্পর্কিত প্রতিরোধমূলক কৌশলগুলি পুরোপুরিভাবেই পাশ্চাত্যের গঠন কাঠামো, ব্যাক্তিগত পরিচিতি ও যৌনতা সমুহ হতে উৎপন্ন। জেন্ডার পরিচিতি, সেক্সুয়াল ভুমিকা এবং এরূপ ব্যাক্তিগত পরিচিতি ইত্যাদি উৎপন্ন হয় ঐ এলাকার মনো-সামাজিক ও ইতিহসের বিবর্তনের উপর ভিত্তি করে। আমরা কে? আমরা কি? এবং আমরা কি করব? ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা ভাবনার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে।

বর্তমানে যেটি জরুরি সেটি হচ্ছে যে, যেভাবে এইচআইভির সংক্রমন দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং যেহেতু এইডস থেকে ভাল হয়ে যাওয়ার কোন চিকিৎসা নাই তাই সরকারের কাছে একমাত্র যে কৌশল হাতে আছে তা হচ্ছে প্রতিরোধ।
যেখানে প্রকৃত পক্ষে প্রতিরোধের দুটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে:

১. এটি (যৌন কাজ) না করা
২. নিরাপদভাবে করা

যৌনাচরনের দিক থেকে প্রথম পদ্ধতিটি বহুল কথিত কারন নৈতিকতার দিক থেকে এটি খুবই ভাল শুনায়। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় সংস্থাগুলো এই পদ্ধতি ব্যবহার করছে এই পদ্ধতিটি হল, নিজেদের ইতিহাস বিবর্তনকে ধারন করতে এবং

বোঝাতে চাচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের এ সম্পর্কিত প্রভাব যে ক্ষতিকর এটি উপলব্ধি করতে। অন্যকথায়, ঝূকিপূর্ণ যৌনাচরনগুলি আমাদের সংস্কৃতিতে এসেছে পাশ্চাত্যের প্রভাবে। প্রতিরোধ কৌশলের অন্য একটি হচ্ছে ধর্মীয় ও নৈতিকতা বিষয়ের সুনির্দিষ্ট বাণী যেগুলি এটি (যৌন কাজ) না করাকে সমর্থন করে সেগুলিকে কাজে লাগানো। এই দুটি পদ্ধতির কোনটিই কাজে আসবে না কারন প্রথমত এই দেশগুলোতে যৌন ইতিহাসকে স্বীকারই করা হয় না এবং এটি করা হয় এমন ভাবে যেন বুঝে ও না বুঝার ভান করে। আর এই অস্বীকার প্রবনতা ও ইতিহাসকে গোপন করার প্রবনতা এবং তাদের মতে নিজেদের সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের কিছু অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি মতের কারনে এই পদ্ধতি দুটির কোনটিই কাজে আসবে না । এসমস্ত ভারতীয় কর্মকর্তারা বলতে পারেন এখানে কোন সমকামিতা নেই, নেই কোন বিয়ে বহির্ভুত যৌন কাজ বা বিয়ের আগে যৌন কাজ কিংবা যদি এগুলি থেকেও থাকে *তাহলে* তা খুবই সল্প পরিমানে। কিন্তু প্রকৃত সাক্ষ্য প্রমান বলে অন্য কথা। প্রতিরোধ পদ্ধতিতে যদি ধর্মীয় ও নৈতিকতার বিষয়কে কাজে লাগানো হয় তাহলে সেখানে প্রকৃত মানবাচরনকে অস্বীকার করা হয় এবং এই ধর্মীয় ইতিহাসগুলো ও তাদের সংস্কৃতিতে সামাজিক কর্মকান্ডগুলি তারাই জিইয়ে রাখে। সর্বোপরি হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ,বৌদ্ধ ইত্যাদি হওয়ার পরও তারা এখনও ঐসমস্ত আচরন থামায়নি যা বিবেচনা করা হচ্ছিল এইসব ধর্মের নির্দিষ্ট প্রজাদের বেলায়। অবশ্য যারা কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না তাদের বেলায় কি হবে? এ ব্যাপারে যা সত্য তা হচ্ছে দক্ষিন এশিয়ার সংস্কৃতিতে প্রকাশ্যে ও ব্যাক্তিগত (অপ্রকাশ্য) এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নাটকীয়। এবং লজ্জা ও সম্মানের ধারনার ধরনও ভিন্ন যা ঝুকিপূর্ণ যৌনাচরনের দিককে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং যেটি মনো-সামাজিক দিক থেকে অদৃশ্যমান থাকতে পারে। সংস্কৃতি সম্পর্কে জনগনের বার্তা, ধর্মীয় বিশ্বাস, পাশ্চাত্য বিরোধীতা, *ইত্যাদি* কাঙ্খিত ফলাফল আনতে পারবে না কারন তারা যৌনাচরনের কাঠামোকেই মানতে চায় না কিংবা মানতে চায় না মানুষ যা করে তা কেন করে? কিভাবে করে? কখন করে? কোথায় করে? কার সাথে করে?

কোথাও চর্চা ছাড়া কোন যৌনাভ্যাস গড়ে উঠে না। তার একটি পূর্ব সূত্র, একটি সময় ও স্থান ভিত্তিক ইতিহাস থাকে *এবং যা* আকাঙ্খার *ধরন থেকে* গড়ে উঠে যার একটি সামাজিক ও সংস্কৃতিক বিবর্তনেরও ভিত্তি থাকে।

উদাহরন স্বরূপ, কোন সংস্কৃতিতে যেখানে মেয়ে ও মহিলারা তাদের আচরনের দিক থেকে রক্ষনশীল বিশেষ করে যৌন ব্যাপারে, যেখানে মেয়েদের কুমারী অবস্থা প্রশংসনীয়, যেখানে পরিবার ও জনগোষ্ঠীর ভূমিকা ও মান-সম্মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে পুরুষরাই সমাজে নেতৃত্ব দেয়, যেখানে বিয়ে ও প্রজননকে দেখা হয় বাধ্যতামূলক হিসেবে, যেখানে প্রাপ্ত বয়স নির্ভর করে উক্ত বিষয়াবলীর উপর, এমন ধরনের সংস্কৃতি যা অন্তর্মূখি, যেখানে আয়ের পরিমান কম, যেখানে এসমস্ত কারনে নারীদের যৌনসংসর্গ কম, সীমিত, এবং কোন কোন সময় যার জন্য বহু মূল্য দিতে হয়, যেখানে যৌনাচরন কাঠামোর দিক থেকে খুব বেশি সুসংগঠিত নয় বিশেষ করে ব্যাক্তির পরিচয়ে নয় বরং তার চেয়ে বেশী পরিচিতি হচ্ছে কে প্রবেশ করাচ্ছে আর কে গ্রহন করছে তার ভিত্তিতে, যেখানে অপ্রবেশমূলক যৌন কাজকে সেক্স হিসেবে দেখা হয় না বরং দেখা হয় দুষ্টামি হিসেবে, তাহলে কে যৌন কাজের জন্য সবচেয়ে সহজ লভ্য?

সুচনা

জেন্ডার কাঠামো গঠন প্রক্রিয়ার ইতিহাসকে অস্বীকার, যৌনতা ও যৌনাচরন যা পাশ্চাত্য ও দক্ষিন এশিয়া উভয়েরই বিভিন্ন ধ্যান-ধারনার ভিত্তিতে গঠিত এবং যার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে দক্ষিন এশিয়ার জেন্ডার পরিচিতি ও যৌনতাকে বুঝতে। ভারতের কোন গবেষনা সংস্থাই এই অস্বীকার বিষয়টি নিয়ে কাজ করেনি। তার বদলে বরং তারা এসমস্ত অদৃশ্যতার ইতিহাসকে চিরস্থায়ী করেছে। এছাড়া, এটি প্রায়ই মনে করা হয় যৌনতার বর্তমান কাঠামো উৎপন্ন হয়েছে পশ্চিমা ধ্যানধারনা থেকে এবং এ সম্পর্কিত একমাত্র যে যৌনতা দেখা যায় তা হচ্ছে বিপরিতকামী প্রবেশমূলক যৌনকাজ। অন্যান্য বাকী সমস্ত ধরনের যৌনকাজকে বিকৃত ও পশ্চিমা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এটি যৌনতার সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের মর্যাদাহানী ঘটিয়েছে যা বিপরিতকামীতা ও সমকামীতার মধ্যে একটি বিপরিতধর্মী ধারনার জন্ম দিয়েছে যা পশ্চিমের ঐতিহাসিক কাঠামো ও যৌনতা বলতে যা বোঝায় তার পরিনতি স্বরূপ।

এছাড়া, জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিয়মতান্ত্রিক গঠন, বিয়ের বাধ্যতাকে জোড়ালো করা, ছেলে সন্তান জন্মদানের প্রয়োজনীয়তা, এবং সারাদেশে আকাঙ্খিত যৌনাচরন ও আদর্শের কাঠামো, তৈরীকৃত বিনাশের ধারা, বিকল্প যৌনতার এবং নিজেদের যৌনতার প্রান্তিক সীমানাকরন ও অস্বীকার। একটি যৌনতা যা বাকী সিষ্টেমগুলোকে দমন করছে তার একটি ঐতিহাসিক আবেদন আছে যেটি পুরুষদেরকে সমাজে একক ভূমিকা পালন করতে সাহায্য করছে।

বিকল্প ইতিহাস যেগুলির বেশীরভাগ পল্লী অঞ্চলের ঐতিহ্য সেগুলি বিভিন্ন ধাপে হারিয়ে যেতে বসেছে শহুরে প্রজনন মতাদর্শের চাপে এবং প্রথাগত বিপরিতকামী প্রজনন কাঠামোর চাপাচাপিতে। পুরানো বিকল্প ইতিহাস ও সংগ্রহ সমূহ নিজেদের উপযোগী করে, নতুন রূপ দিয়ে এবং যেগুলি মহিলাদেরকে সমৃদ্ধশালী হতে সাহায্য করে তা থেকে অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে কিন্তু যথাযথ ব্যাখ্যা না দিয়ে এবং পুরুষ মতবাদের উপযোগী করে এগুলি গড়ে উঠেছে। এটি পল্লী অঞ্চলে এমন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সৃষ্টি করেছে যেখানে শ্রমে তৈরি হয়েছে জেন্ডার বিভক্তি, ছেলে সন্তান হচ্ছে গ্রামের সম্পদ এবং জমির মালিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক সম্পদ শহরতলীতে মানুষের দ্বারা পূন: তৈরীকৃত। এটিও আকাংখা ও যৌনতার গঠনকে প্রভাবিত করে গ্রাম্য পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ দৃষ্টিকোন থেকে যা পরবর্তীতে রোমাঞ্চিত হয়েছিল বিভিন্ন শহুরে ধ্যানধারনা যা প্রথাগত ধারনার মত। অন্যকথায় দুই জায়গাতেই বিকল্প যৌনতা সমূহ ও প্রথাগত মাতৃতান্ত্রিক চিরস্থায়ীর অস্বীকার।

আরো বিভিন্ন ধারনার প্রভাব যেমন: উপনিবেশবাদ. বৈদিকবাদ, একেশ্বরবাদ, প্রাচ্যবাদ, বিভিন্ন ধরনরে জাতীয়তাবাদ, মৌলিকত্ববাদ, গোঁড়াত্ববাদ ইত্যাদি সবগুলি সম্পূর্ন স্থানীয় বিকল্প প্রথা, নাচের ধরন, নাট্যশালা, সাহিত্য, চলচিত্র, গান এবং জীবন যাপনের স্টাইল পূণর্গঠনে ভূমিকা রেখেছে। তার মানে হচ্ছে বিকল্প যৌনতা প্রায় সম্পূর্ন অদৃশ্যমান। বিভিন্ন ধরনের নয় বরং শুধুমাত্র প্রবেশমূলক যৌনকাজ এবং প্রজননই সামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্য। বিভিন্ন ধরনের যৌন প্রথার প্রকাশকে দেখা হয় নোংরা, কুরুচিপুর্ন, নৈতিকতা বিবোর্জিত এবং শয়তানের কাজ হিসেবে, এবং যৌনগত দিক থেকে নারীদের ধ্বংস কারী।

এই অস্বীকারের আধিক্যতা এবং যৌন সংস্কৃতি সম্পর্কে নীরবতার অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র যে কাঠামোটি দেখা যাচ্ছে তা পশ্চিমা দেশ সমূহ হতে আগত। যদিও এটি পার্থক্য নির্নয়কারী টুলস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু এটি দক্ষিন এশিয়ার দুরহ সামাজিক ও মনো-সামাজিক উপাত্তকে বুঝতে এটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

দক্ষিন এশিয়ায় বিশ্বের যে চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে তা গঠিত হয়েছে বৈদিক ব্রাহ্মনত্ব, ইসলাম, খ্রিস্টান, আয়ুর্বেদিক ও পশ্চিমা শরীরি চিকিৎসাশাস্ত্র এবং যৌনতার ধারনার উপর নির্ভর করে। পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সুনির্দিষ্টিত আছে এবং যে কোন সাধারন মানুষের দ্বারা এই নিয়ম অমান্যকারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আছে যেমন: অপবাদ দেওয়া, সামাজিক বয়কট, নির্বাসন, শারীরিক নির্যাতন এমন কি মৃত্যু।

যৌনতার মনো-সামাজিক গঠনে, যৌনতার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকে অস্বীকার, যৌনতার সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন, যার ফলাফল স্বরূপ সমাজে গড়ে উঠা বিয়ে ও প্রজননের বাধ্যকতার নিয়ম, যেটি নারীদেরকে কোন সামাজিক স্বাধীনতা দেয় না, যেটি অবিবাহিত থাকতে নিরুৎসাহিত করে, যেখানে একক নারী বলতে শুধুমাত্র অবিবাহিত মেয়েকে বোঝায় এবং বিবাহিতদের কাছেই সামাজিক মর্যাদা ও সামাজিক দায়িত্ব থাকে।
যৌনাচরনই যৌনতার রূপ নেয়। নারীদের যৌনাচরন আয়ত্বের ও প্রান্তসীমার মধ্যে আসতো যদি অস্বীকারের প্রবনতা না থাকতো। পুরুষের যৌনাচরন আত্ম-নিয়ন্ত্রিত থাকতো এবং অন্য পুরুষকে পাওয়ার আকাঙ্খা কমে আসতো। যৌনাচরন আর শুধুমাত্র ব্যাক্তিগত বিষয়ই থাকতো না। যৌনতার কোন নির্দিষ্ট কাঠামো থাকতো না। যৌন কাজ হয়ে উঠত একটি বর্বর বিষয় হোক সেটি পুরুষ-নারী বা পুরুষে-পুরুষে। নারীর প্রতি নারীর আসক্তি বলে সমাজে কিছুই থাকতো না। ব্যাক্তিগত পছন্দ, একান্ত ব্যাক্তিগত ইত্যাদির ধারনা হারিয়ে যেত। একক ব্যাক্তিগত বলে কিছুই গড়ে উঠত না।

প্রকাশ ও অভিব্যাক্তির পথ ধরে আকাঙ্খার একটি ইতিহাস আছে, যা ব্যাক্তিগত এবং সামাজিক উভয়ই, তেমনিভাবে রাজনৈতিকও। এই ধরনের ইতিহাস যদি অস্বীকৃত বা অদৃশ্যমান হয় এ কারনে তারা ঐ সমস্ত ইতিহাসের মত তাদের চলতি ইতিহাসকে ত্যাগ করে নাই বা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নাই। কিন্তু সামাজিক কাঠামোর সাথে আকাঙ্খার মিল থাকা উচিত।

ফলাফল স্বরূপ, দক্ষিন এশিয়ায় সমসাময়িক যৌনতা সম্পর্কিত অবস্থা এবং তাদের স্বাস্থ্যের প্রকাশ একটি বর্বর/নিষ্ঠুর যৌনাচরনের ইঙ্গিত দেয়, যোনী ও পায়ূ পথে যথেষ্ট পরিমানে ক্ষত দেখা যায়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষের দ্বারা বৈষম্যমূলক যৌন ক্রীয়া দেখা যায় যা যৌন সঙ্গীর জেন্ডারের ভিত্তিতে নয় যা পরিচিতির (আইডেনটিটির) কোন ফর্মের উপর নির্ভর করে না বরং তা নির্ভর করে সহজলভ্যতা ও স্খলনের ধারনার উপর: চরম যৌনদমনের স্তরের মাধ্যমে যা বর্বর যৌন মুক্তির ক্ষনকে নেতৃত্ব দেয়।

কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ হইতে পাওয়া এই সমস্ত বিভিন্ন ইতিহাসগুলির ব্যাপারে অসীম নিরবতা ও অস্বীকারের কারনে পুরোপুরিভাবে একটি নির্বাসিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই নির্বাসন প্রতিরোধের চেষ্টায় একটি নিকটতম ও বিভিন্ন মতের বক্তব্য বর্তমানে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যেখানে

তারা চেষ্টা করছে বিয়ে ও সন্তান থাকার মত সামাজিক বিষয়গুলির সাথে সদৃশ করতে, আর এই বিকল্প যৌন আকাঙ্খার প্রকাশ হচ্ছে এখনো অস্পষ্ট শব্দে,অন্ধকারে, লজ্জায় এবং নিরবভাবে।

বর্তমানে দক্ষিন এশিয়ার যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্বিগ্নকর বিষয়গুলির মধ্যে (যদি যন্ত্রণাদায়ক না হয়) বিশেষ করে ধর্ষন, সারভিক্স এর ক্যান্সার, এসটিআই, হেপাটাইটিস বি এবং সি ও এইচআইভি সংক্রমন এবং এগুলির সাথে সাথে উদ্বেগজনক হারে পুরুষ ও মহিলাদের ভিতর ক্রমবর্ধমান যৌন অক্ষমতা। বর্তমানে কৌশল নির্ধারনের জন্য উপরের বিষয়গুলি উন্মোচন করাটা জরুরী হয়ে পড়েছে, যা এসকল বিকল্প ইতিহাস সমুহকে দৃশ্যমান করবে, যা ধ্বংস করবে সম-সাময়িক যৌনতার কাঠামোকে এবং যে সব ইতিহাসের আবিষ্কার হয়েছে বা হচ্ছে তার আলোতে তাদেরকে পুর্নগঠিত করবে।

যদি আমরা সমাজকে এগিয়ে নিতে চায় যাতে সব মানুষ তাদের সেরাটুকু প্রকাশে সর্মথ হয়, যা মানুষকে সুযোগ করে দিবে ব্যক্তি জীবন গঠনে, এটি মানুষকে সর্মথ করবে তাদের যৌনতা ও যৌন/আবেগীয় আকাঙ্খার বিষয়ে পছন্দ করতে, এটি মানুষকে ক্ষমতায়িত করবে তাদের নিজেদের যৌন স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে, এরপর এই সমগ্র আবিষ্কারের যাত্রা সৃষ্টি করবে সামাজিক আবশ্যকতা। শুধুমাত্র এই ধরনের ইতিবাচক পছন্দের মাধ্যমে যেকোন কার্যকরী প্রতিরোধমুলক প্রোগ্রাম গঠন করা যেতে পারে এবং যেখানে মহিলা যৌন স্বাস্থ্য বিষয়েও সঠিক ভাবে কাজ করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

দক্ষিন এশিয়ার সংস্কৃতিতে নিজের চিন্তা ভাবনার উপর ভিত্তি করে নিজের ব্যাক্তিগত পরিচিতি গড়ে উঠে না বরং তা গড়ে উঠে প্রসারিত পরিবারের উপর ভিত্তি করে । এটি গঠিত হয় ভাই-বোন, পিতা-মাতা, চাচা-মামা, ফুফু-খালা, ভগ্নি পতি-ভাবী, উক্ত ব্যাক্তিদের ছেলে-মেয়ে এবং এই ধরনের অনেককে নিয়ে। অন্য কথায়, আমরা কে এবং কার থেকে জন্ম নিয়েছি এই প্রসারিত পরিবারের নেটওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে। ব্যাক্তির একটি পারিবারিক ও কমিউনিটি ভিত্তিক পরিচিতি আছে যার সাথে ব্যাক্তিগত পরিচিতি অন্তর্ভূক্ত। নিজেকে ফোকাস করা ব্যাক্তির উপর নির্ভর করে না বরং আত্মীয় সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। আমাদের ভাষা থেকেই পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, আমাদের যে টার্মিনোলোজি বা পরিভাষা আছে তার সবই আত্মীয়তার সম্পর্ককে বোঝাতে।

এই সংস্কৃতিতে পুরুষ জীবন ও নারী জীবনের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। এগুলি নির্ভর করে বৈবাহিক সঙ্গীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিবার ও কমিউনিটির উপর ভিত্তি করে। পুরুষ বিয়ের আগে পর্যন্ত পুরুষ হিসেবে বিবেচিত নয়। বিয়ে ও প্রথম বাচ্চা (প্রায় এটি বোঝনো হয় যে একটি ছেলে বাচ্চা) না হওয়া পর্যন্ত নারীকে নারী হিসেবে গন্য করা হয় না। একটি সুনির্দিষ্ট বয়সের পর বিয়ে না করে একা থেকে যাওয়াকে লজ্জাকার, পরিবারের অসম্মান, নৈতিক অবনতি বা অসুস্থতা হিসেবে দেখা হয়। বিয়েকে প্রায়ই নিসঙ্গতা দুরীকরনের উপায় হিসেবে দেখা হয়।

দক্ষিন এশিয়ার ভাষাতে সমকামিতা, বিপরিতকামীতা বা উভয়কামীতা বলতে কোন শব্দ বা রূপের সুনির্দিষ্ট কোন প্রকাশ নেই।
বিভিন্ন আকারে যৌন আচরনের যে টার্মগুলির প্রকাশ আছে সেগুলি পুরুষের নিয়ন্ত্রিত এবং হয়রানীমূলক এবং যেগুলি সুনির্দিষ্ট কোন প্রবেশমূলক যৌন কাজকে বোঝায়। এই টার্মগুলির প্রায় সবগুলির প্রেক্ষাপট হচ্ছে এমন যা পুরুষ জীবন ও নারী জীবন বলতে কি বোঝায় সেই দিক থেকে দৃঢ়ভাবে দেখা হয়েছে। এই কাঠামোতে যৌনাচরনগুলি সেই রূপই যা পুরুষ ও নারীর জন্য সঠিক বলে চিন্তা করা হয়। এই কাঠামোতে আত্ম-সংজ্ঞার জন্য যৌনকাজের সময় কে প্রবেশ করানোর ভূমিকা পালন করে তা গুরুত্বপূর্ন বিষয়।
এজন্য যৌনাচরন সবসময় ব্যক্তিগত পরিচিতির (আইডেনটিটির) প্রকাশ ঘটায় না। বরং এটি প্রায় একটি সুযোগ হয়ে দেখা দেয়, সহজে পাওয়ার ও যৌন স্খলনের ব্যক্তিগত আকাঙ্খা হিসেবে। ”শরীরের টেনশন” এই প্রবৃত্তিটি হচ্ছে স্খলনের একটি প্রকাশ।

সংস্কৃতিক কাঠামোর ভিত্তিতে দক্ষিন এশিয়ার যৌন স্বাস্থ্যের গঠনে নিম্নের পয়েন্টগুলি মনে রাখা উচিত:

- বিয়েকে বিবেচনা করা হয় একটি দায়িত্ব এবং পরিবারের নিয়ম হিসেবে, ব্যক্তির নিজের পছন্দ বা আকাঙ্খার উপর এটি নির্ভর করে না।
- বিয়েকে দেখা হয় অবশ্যিক হিসেবেও।
- একাকী থেকে যাওয়াকে দেখা হয় নৈতিকতার অবক্ষয় হিসেবে। সংস্কৃতিক বিশ্বাস মতে একজন পুরুষ বিয়ে না করা পর্যন্ত প্রাপ্ত বয়স্ক হয় না।
- বিয়ে করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান জন্ম দেওয়া, বিশেষ করে পুরুষ সন্তান।
- কোন স্ত্রীর পক্ষ হতে আকাঙ্খার ভিত্তিতে যৌনানন্দ, বা কামপ্রবৃত্তি হচ্ছে লজ্জার ব্যাপার। স্ত্রী এই সমস্ত জায়গায় একটি বিশেষ মর্যাদা ধারন করে। সে (স্ত্রী) হচ্ছে মা। একটি সম্মানীয় স্থান কারন তিনিই পরিবারের ঐতিহ্য রক্ষা ও সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বের ভবিষ্যত ধারক। একটি সম্মানীত স্থান, নিজের স্ত্রীর সাথে যৌন কাজ করা দেখা হয় কর্তব্য হিসেবে। যা বিবাহ বহির্ভুত যৌন আনন্দ গ্রহন অনুমোদনীয় এই ধারনা সৃষ্টি করতে অগ্রনী ভুমিকা পালন করে।
- যেহেতু এখানে যৌন আনন্দ লাভের জন্য জেন্ডার পছন্দের কোন পরিচিতি কাঠামো নেই, বরং তার চেয়ে অনেক ভালভাবে যে কাঠামো আছে তা হচ্ছে পুরুষ জীবন ও পৌরুষত্ব নিয়ে।
- পরিচিতি সংক্রান্ত এইসমস্ত ধারনা প্রবেশমূলক যৌনকাজের ধারনাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। এখনও সেই পুরুষ যে প্রবেশ করাচ্ছে আর যে গ্রহন করছে সে পুরুষ নয়।
- আরো যেটি তা হল, পার্টনারের আনন্দ হোক আর নাই হোক নিজের আনন্দ হলেই হলো, যৌন আচরন হচ্ছে এমন যে ব্যক্তির বীর্য স্খলন মাত্র।
- জেন্ডারের পৃথকিকরন, মেয়েদের কুমারিত্ব, সম্মানহানী এইরূপ অনেক কিছুই যৌনকাজের জন্য নারীর চেয়ে পুরুষ প্রায়ই অনেক বেশী সহজলভ্য।
- এই ধরনের সহজলভ্যতা আরো সহজতর হয়েছে যৌথ পারিবরিক সিস্টেম দক্ষিন এশিয়ায় সম-সামাজিকতার কারনে।

সুচনা

- লজ্জার ধারনা এবং অসম্মান যা উৎপন্ন হয়েছে ব্যাক্তির (জনগোষ্ঠীর) ব্যাক্তিগত আচরন এবং ব্যাক্তির কর্তব্য পুরোপুরিভাবে পালন সম্পর্কিত চিন্তা-ধারা থেকে।
- যদিও যৌনতা ও যৌনাচরনের ধারনা বীর্য স্খলন ধারনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এটি একজন সুনির্দিষ্ট যৌন সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়া থেকে বরং প্রায়ই ঘন ঘন যৌন সঙ্গী বদলাতে উৎসাহিত করে।
- প্রায়ই যৌন সঙ্গীর জেন্ডার এমন হতে পারে যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়। এটি এই বক্তব্যের মাধ্যমে বলা যেতে পারে যে ”স্ত্রীর সাথে ব্যাক্তিটির সম্পর্ক আছে ঠিকই কিন্তু যৌন সম্পর্ক আছে অন্য কারো সাথে”।
- পুরুষের চেয়ে নারীদেরকে পরিবার ও জনগোষ্ঠী অনেক অনেক বেশী করে পর্যবেক্ষনে রাখে। নারীদেরকে সামাজিকভাবে অবৈধ যৌন সম্পর্ক চালিয়ে যেতে এটি কিছুটা কঠিন করে তুলে। নারীদের জন্য জরিমানা অনেক বেশী তীব্র ও যন্ত্রনাদায়ক।
- এইধরনের পরিস্থিতিতে তাদের বর্তমানে চলিত চর্চার পদ্ধতি হচ্ছে পুরুষের যৌনাচরন ও তাদের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে নারীদের অনেক বেশী বৃহৎ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের কাঠামো গড়ে উঠেছে। তাদের কাঠামো গঠিত হয়েছে স্থান, কাল, সহজলভ্যতা, জেন্ডারের ভূমিকা, ব্যাক্তিগত আকাঙ্খা, সূযোগ সুবিধা এইধরনের আরো অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে।

নাম/সংজ্ঞায়িত করনের আদর্শ মান? অপ্রচলিত শব্দ/টার্ম এর সঠিক ব্যবহার

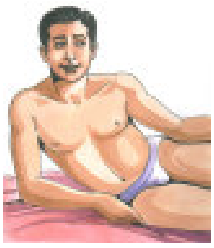

অনেক সময়ই কোন কোন নামকরন অস্বর্শ মানের হয় না যেমন "এইডসে ভূক্তভোগী" বা "এইডস বহনকারী" এই ধরনের শব্দ। ভাষা অর্থ ধারন করে এবং অর্থটি প্রায়ই ঐ টার্মগুলির সাথে সম্পৃক্ত যা এইচআইভি/এইডস ও যৌনতার মত চরম বিষয় সম্পর্কিত, যা সাধারনভাবে প্রায়ই অস্বর্শ মানের নয়, অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিক, অস্পষ্ট, ভুল এবং প্রায়ই কর্কশ! এইরূপ হওয়ার বিভিন্ন কারন আছে।

"নিরীহচ এবং "অপরাধী" "ভূক্তভোগী"

এইচআইভি একজন থেকে আরেকজনের কাছে যেতে পারে প্রধানত তিনটি উপায়ে; অনিরাপদ যৌন কাজের মাধ্যমে, সংক্রমিত রক্তের মাধ্যমে এবং সংক্রমিত মা থেকে তার সে সন্তানের কাছে যে এখনও জন্মায়নি বা নতুন জন্মেছে এমন সন্তানের কাছে এইচআইভি যেতে পারে। এইচআইভি যেতে পারার এই সম্ভাব্য কারনগুলি, এই ধারনা জন্মাতে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে যা সংক্রমিতদের মধ্যে অনেককে দোষী সাব্যস্ত করে, এগুলি হল: যারা অনিরাপদ যৌন কাজে অভ্যস্ত ছিল এবং ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহনে অভ্যস্ত ছিল তাদেরকে এবং অন্যান্যরা হচ্ছে নীরিহ ভূক্তভোগী। নিরীহরা এই "খারাপ" সংক্রমনে ভোগার জন্য বেশী দোষী হিসেবে সব্যস্ত হয় না। নিরীহ ও দোষী ভূক্তভোগী এই ধরনের কথাবার্তা মানুষ কিভাবে সংক্রমিত হয় সে সম্পর্কে সার্বজনীন ও প্রাক-বিচারকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। এই সার্বজনীনতা ও প্রাক-বিচারতা প্রতিরোধমূলক কাজকে ও সংক্রমিতদের জন্য সেবামূলক কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বা করতে পারে। ভুক্তভোগী এই শব্দ বা টার্মটি সাধারনত বেশী ব্যবহৃত হয় এমন বোঝাতে যে কোন ব্যাক্তি কোন কিছুতে খুব ভালভাবে আক্রান্ত হয়েছে বা ভুগছে এবং যার অবস্থা ভাল না। এইচআইভিকে দেখা শুরচ হয়েছে এই অনিষ্টের কারন হিসেবে। ভুক্তভোগী এই শব্দ বা টার্মটি ব্যবহার করে মূলত এই ধারনাকেই বুঝতে সাহায্য করে যে যারা সংক্রমিত তাদের মধ্যে কেউ আছে নিরীহ আবার কেউ আছে অপরাধী।

রচল বা নিয়ম নম্বার ১. এখানে কোন নিরীহ বা দোষী ভুক্তভোগী বলে কিছু নেই। এই শব্দ বা টার্মটি ব্যবহার করা যাবে না।

"যারা এইডসে ভুগছে"

যে সমস্ত মানুষ এইচআইভি এবং এইডস নিয়ে বসবাস করছে তারা বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা এবং বৈষম্যে ভূগছে বা ভূগতে পারে। "ভূগছে" এই শব্দ বা টার্মটি দ্বারা এমন বোঝা যায় যে যেন চিরাচরিতভাবেই ভূগছে যা আসলে সত্য নয়। এইচআইভি এবং এইডস নিয়ে বসবাসকারী মানুষ প্রায়ই বিশেষ করে যারা এন্ট্রিরেটরোভাইরাল ড্রাগ কার্যকরীভাবে নিচ্ছেন তারা সাধারন ও সচল জীবন যাপন করছে এবং প্রায়ই দেখা যায় যে তারা ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘ জীবন যাপন করছে। "এইডসে ভূগছে" শব্দটির বা টার্মটির দ্বারা যারা এইচআইভি দ্বারা সংক্রমিত বা যারা এইডস নিয়ে বসবাস করছে তাদেরকে অপবর্নিত করা হয়। এই শব্দ বা টার্মটি ব্যবহৃত হয়

নেতিবাচক হিসেবে এবং এই ভাইরাস নিয়ে বসবাসকারীর প্রেক্ষাপটে কোন ইতিবাচক বিষয় বহন করে না।

রুল বা নিয়ম নম্বার ২. "এইডসে ভূগছে" এই শব্দ বা টার্মটি ব্যবহার করা যাবে না। বরং তার পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে " এইডস নিয়ে বসবাসকারী ব্যাক্তি"

"এইডস পরীক্ষা"

এইডস হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক শ্রেনীকরন এবং এটি কোন ভিন্ন একক পরীক্ষার ফল নয়। যখন এই শব্দ বা টার্মটি ব্যবহৃত হয়, তখন এটি দ্বারা যা বোঝানো হয় তা হচ্ছে যে এইচআইভি ভাইরাসের এন্টিবডি বা এন্টিজেন্স এর অস্তিত্ব আছে কি না তার পরীক্ষা। " এইডস টেস্ট" এই শব্দ বা টার্মটির ব্যবহার ভূল পথে এগিয়ে নিয়ে যায় কারন আসলে এটি হচ্ছে এমন একটি টেস্ট যার মাধ্যমে কারো শরীরে এইচআইভি ভাইরাস প্রবেশের ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তার অস্তিত্ব আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হয়। তার সাথে সাথে এটিও সত্য যে যদি কেউ একবার এইচআইভি পজেটিভ হয় তাহলে তার শরীরে একসময় আপনাআপনিই এইডসের জন্ম নিবে। এবং এটা সত্য নয় যে, বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় সম্পূর্ন সুস্থ হওয়ার মত কোন চিকিৎসা আছে।

রুল বা নিয়ম নম্বার ৩. "এইডস টেস্ট" এই শব্দ বা টার্মটি ব্যবহার করা যাবে না। বরং তার পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে "এইচআইভি এন্টিবডি বা এইচআইভি এন্টিজেন্স টেস্ট" তা নির্ভর করবে কোনটি করার জন্য বলা হয়েছে (এখন পর্যন্ত এন্টিবডি টেস্টই বহুল প্রচলিত)।

"এইডস বহনকারী"

এটি দ্বারা বুঝায় যে এইডস এক ব্যাক্তি থেকে অন্য ব্যাক্তিতে সংক্রমিত হতে পারে। কিন্তু এটি সত্য নয়। এইচআইভি ভাইরাস যার কারনে এইডস হয় সেটি এক ব্যাক্তি থেকে অন্য ব্যাক্তিতে সংক্রমিত হতে পারে। সাধারন ঠান্ডা সর্দির মত এইচআইভি ছোয়াঁছে নয়, এটি শুধুমাত্র সংক্রমিত ব্যাক্তির শরীরের তরল পদার্থের মাধ্যমে এক ব্যাক্তি থেকে অন্য ব্যাক্তিতে যেতে পারে (যৌন ও অন্যান্য সংস্পর্শের মাধ্যমে), রক্তজাত উপাদান এবং সংক্রমিত মা থেকে তার শিশুতে। এটা সত্য যে যখন কেউ এইচআইভিতে সংক্রমিত হবে, তারা সংক্রমিতই থাকবে, তাদের শরীর থেকে অন্য ব্যাক্তিতে এই ভাইরাস যাওয়ার সম্ভাবনা
নির্ভর করে তাদের শরীরে ভাইরাসের পরিমানের উপর। এতএব " এইডস বহনকারী" বলে কিছু নেই, শুধু এটিই আছে যে এইচআইভি ভাইরাসসহ বসবাসকারী।

রুল বা নিয়ম নম্বার ৪. "এইডস বহনকারী" এই শব্দ বা টার্মটি ব্যবহার করা যাবে না। বরং তার পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে "এইচআইভি নিয়ে বসবাসকারী ব্যাক্তি"।

বৈজ্ঞানিক টার্ম বা পরিভাষা

এইডস এবং এইচআইভি দুটি শব্দই স্বাস্থ্যগত বিশেষ অবস্থা ও ভাইরাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। স্বাস্থ্যগত বিশেষ অবস্থাটি হচ্ছে এই যে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন

ধরনের রোগের উৎপত্তি হওয়া, এটি প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন ঔষধের ব্যবহার, ভাইরাসটি নিজে এবং ঔষধগুলি ব্যবহৃত হয় ভাইরাসটিকে আক্রমনের জন্য এবং এ ভাইরাসটির জটিল নাম ও বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার ধরন আছে এবং থাকতে পারে। যৌনবাহীত রোগ ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারগুলোও স্থীর করা হয় বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র জীবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ঔষধের ও অবস্থার উপর ভিত্তি করে। আমরা যখন এইচআইভি/ এইডস এবং যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে উপস্থিত ব্যাক্তি বর্গের সাথে যোগাযোগ (কমিউনিকেট) করি তখন তাদেরকে ভালভাবে বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বেশীরভাগ জনসাধারনই বিজ্ঞান সম্পর্কে খুবই অল্প বোঝেন এবং তাই আমাদের সাবধান থাকতে হবে যে যেন সে ভাষাই ব্যবহার করা হয় যা সহজবোধ্য। উদাহরন স্বরূপ: আমরা একটি রোগের বেলায় বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহার না করে স্থানীয় প্রচলিত নাম ব্যবহার করতে পারি। এইচআইভি/ এইডস এবং যৌন স্বাস্থ্য বিষয় হচ্ছে এমন কিছু যা বিজ্ঞানের চেয়েও বেশী কিছু। বিরাজমান গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সংস্কৃতিক বিষয় থেকে দূরে গিয়ে বৈজ্ঞানিক ধুম্র জাল সৃষ্টির প্রয়োজন নেই।

ইতিবাচক হওয়া এবং নেতিবাচক না হওয়া

এইচআইভি নিয়ে বসবাসকারী ব্যাক্তি হচ্ছে অন্য যে কোন সাধারন ব্যাক্তির মতই, এর মধ্যে এটি সত্য যে তারা একটি নির্দিষ্ট ভাইরাসে আক্রান্ত। এইডস নিয়ে বসবাসকারী ব্যাক্তি হচ্ছে অন্য যে কোন সাধারন ব্যাক্তির মতই, এর মধ্যে এটি চিহ্নিত যে এইচআইভি তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধবংস করেছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এমন কোন ভাষা ব্যবহার করব না যা বৈষম্যকে বৃদ্ধি করে অথবা এমন ধারনাকে বৃদ্ধি করে যে এইচআইভি/ এইডস মানেই মৃত্যু অথবা এইচআইভি/ এইডস নিয়ে বসবাসকারী ব্যাক্তি সক্রিয় এবং ইতিবাচক জীবন যাপন করতে পারছে না বা পারবে না। ভাষা ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন ক্ষমতাকে বিচক্ষনতা ও দায়িত্বসহকারে কাজে লাগানো উচিত। যেখানে " নিরবতা মানেই মৃত্যু" , মুখ খোলার আগে অনুগ্রহ করে সতর্কতার সাথে চিন্তা ভাবনা করুন।

নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশানাল এর নৈতিক বিবৃতি

এই সংস্থাটি পুরুষে-পুরুষে যৌনতা ও পুরুষ যৌন স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে মূলত কাজ করে থাকে। সংস্থাটি কাজ করার জন্য যে বিষয়গুলি পুরোপুরিভাবে বিবেচনা করে তা হচ্ছে পুরুষে-পুরুষে যৌনকাজ বিষয় সংক্রান্ত, তাদেরই জন্য, এ ধরনের পুরুষের যে কোন পুরুষ বা মহিলা পার্টনার যারা থাকে তাদের জন্য, এ ধরনের পুরুষের যে কোন খদ্দের যে কি না এদের সাথে সেক্স করে।

এই কাজ করতে গিয়ে আমরা নিম্ন লিখিত নিয়মগুলি অনুসরন করি:

১. যৌনদায়িত্বতা ও নিরাপদ যৌনকাজের চর্চাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে পুরুষে-পুরুষে যৌনকাজ করে এমন পুরুষদেরকে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা প্রদান করা।
২. পুরুষে-পুরুষে যৌনকাজ করে এমন পুরুষদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী যৌন বাহীত সংক্রমনের চিকিৎসা গ্রহন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।
৩. কোন পুরুষের সাথে তার যৌন সঙ্গী এবং/ অথবা খদ্দরের যে সম্পর্ক তার গোপনীয়তাকে রক্ষা করা।
৪. শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের (সর্বসম্মতভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক নয় এমন) সাথে যৌন নির্যাতনমূলক সম্পর্ককে ঠেকানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করা।
৫. পুরুষে-পুরুষে যৌনকাজ করে এমন পুরুষদেরকে নিজেদের মহিলা সঙ্গী সম্পর্কে নিজের যৌনদায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে তাদের মহিলা পার্টনারদেরকে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে সেবা প্রদান করা।
৬. যৌন সঙ্গীর মধ্যে যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য নিয়ে আলোচনাকে উৎসাহিত করা এবং জেন্ডার সীমানায় আটকিয়ে না থেকে দুপক্ষই একে অপরকে তার নিজের এসটিআই/ এইচআইভি সংক্রমনের কথা জানানোকে উৎসাহিত করা।
৭. পুরুষে-পুরুষে যৌনকাজ করে এমন পুরুষের মহিলা পার্টনারকে প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ে উপযুক্ত সেবা প্রদান করা।

এমএসএম যৌন স্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপের জন্য এনএফআই এর মডেল বা আদর্শ

সুচনা

এনএফআই এমএসএম, তাদের পার্টনার ও পরিবারের জন্য এইচআইভি ও অন্যান্য যৌন বাহিত সংক্রমন প্রতিরোধ, সাধারন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মনবাধিকার ও মঙ্গলের জন্য কার্য বাস্তবায়নের একটি মডেল তৈরী করেছে। এই মডেলে অনেক গুরচত্বপুর্ন প্রবন্ধ, প্রধান প্রধান পদ্ধতি আছে এবং এখানে অনেক প্রধান প্রধান টুল ব্যবহারিত হয়েছে। নিম্নে এগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে এবং শেষ প্রান্তে এই মডেলের একটি সারাংশ আছে।

এই মডেলের প্রধান প্রধান প্রবন্ধঃ

১. এমএসএম এর বিষয় ও প্রয়োজন সমুহের একটি ঘনিষ্ট জ্ঞান যেখান থেকে এটি অর্জিত হয়েছেঃ

- ব্যাপক গবেষনা ও চাহিদা নিরূপনি কাজ যা এনএফআই দ্বারা শেষ কিছু বৎসর যাবত গৃহীত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত যে কাগজ-পত্র রেকর্ড করা হয়েছে।
- জনগোষ্ঠী ভিত্তিক বর্তমান উদ্যোগকে নিরবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন।
- সুনির্দিষ্ট উদ্যগগুলিকে চিহ্নত করনে নতুন নতুন গবেষনা পার্টনারশিপ গঠন চালিয়ে যাওয়া

২. কমিউনিটি গঠন কৌশলের একটি পরিস্কার ব্যাখ্যা

এটিতে আরো আছে এনএফআই এর চলমান সহযোগিতায় এমএসএম আচরন চিহ্নিত করে জনগোষ্ঠী ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও) গঠন, যেটি তাদের রাজ্যে জেলা পর্যায়ের কার্যক্রম গঠনের আকার নিয়েছে।

৩. এডভোকেসি, পলিসি ও চলমান সহযোগিতার একটি শক্তিশালী কৌশল

এই মডেলে আরো আছে চরম বিরুদ্ধবাদীদের জন্য এডভোকেসি ও পলিসি গঠনের শক্তিশালী উপস্থান, যা রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনগত এবং পলিসিগত পরিবেশকে ইতিবাচক করতে সাহায্য করে এবং যার ফলে পর্যাপ্ত কাজ করতে সমর্থ্য হতে ও ভাল স্বাস্থ্য পরিনত হতে সাহায্য করে। এনএফআই এমএসএম ইন্টারভেন্শন প্রোগ্রামে চলমান সহযোগিতাও হয়।

প্রধান প্রসেস বা প্রক্রিয়া

১. রাজ্য/রাষ্ট্র এমএসএম কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও) গঠন প্রোগ্রাম

এনএফআই এর গঠনকৃত কাঠামো ও টুল সমুহ ব্যবহার করে এনএফআই নতুন বা বর্তমান রাজ্যে অথবা দেশে পার্টনার সংস্থা গঠনে ট্রেনিং ও সহযোগিতা দিয়ে যাতে তারা এমএসএমদের চাহিদা নিরূপন ও এমএসএম সিবিও গঠন করতে পারে।

২. রাজ্যে বা রাষ্ট্র বাছাইকরন- স্থানীয় এমএসএমদের সিবিও প্রোগ্রাম গঠনের জন্য সহযোগিতা

রাজ্য- পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এমএসএমদের সিবিও প্রোগ্রাম পুরো রাজ্যে স্থানিয় ভাবে এমএসএম দ্বারা পরিচালিত সিবিও প্রোগ্রাম গঠনে এনএফআই ট্রেনিং ও সহযোগিতা দিয়ে।

৩. বিরুদ্ধবাদীদের এডভোকেসি এবং পলিসি গঠন ও চলমান সহযোগিতা

রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে এমএসএম সিবিও এর সেবা দেওয়ার জন্য সামর্থ্যপুর্ন ও শক্তিশারী হওয়ার লক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের জন্য ব্যাপক এডভোকেসি ও পলিসি গঠনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যাতে রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনগত এবং পলিসিগত দিক থেকে প্রোয়জনীয় উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এনএফআই এমএসএম সিবিও গ্রোগ্রাম সমূহে আরো ব্যাপক সহায়ক সহযোগিতা প্রদান করছে যেখানে আছে ট্রেনিং, আছে পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন সেবার সুযোগ, আছে কার্যসম্পাদনের রিসোর্স গঠনে সহায়তা এবং সংস্থার সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা।

প্রধান টুল সমুহ

এমএসএম সিবিও গঠনের লক্ষ্যে এনএফআই পরস্পর আন্ত:-সম্পর্কিত ব্যাপক ও অনেক টুল তৈরী করেছে যেখানে আছে:

- এমএসএম দ্বারা পরিচালিত সিবিও প্রোগ্রাম সমুহের চাহিদা নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং ম্যানুয়াল, গাইডলাইন এবং হ্যান্ডবুক।
- পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন করার একটি পদ্ধতি
- এমএসএম সিবিও গ্রোগ্রাম সমূহের জন্য আচরন পরিবর্তনের যোগাযোগ এর স্পর্শ উপায় সমুহ

প্রক্রিয়াধীন:

- পর্যবেক্ষন (মনিটরিং) ও মূল্যায়নের একটি প্রসারিত ও কম্পিউটারের অনুবাদ (ভার্সন) পদ্ধতি
- বিভিন্ন ভাষায় এনএফআই এর এমএসএম কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও) গঠনের টুল- কিট
- পায়ু পথের এসটিআই এর এলগোরিদম
- এডভোকেসির টুল- কিট

মডেল বা আদর্শ এর সারসংক্ষেপ

ইনপুটস, আউটপুটস ও আউটকামস এর পদ্ধতি ও কার্যাবলীর ভিত্তিতে এই মডেলের একটি সারসংক্ষেপ নিচের ফিগারে দেওয়া হল:

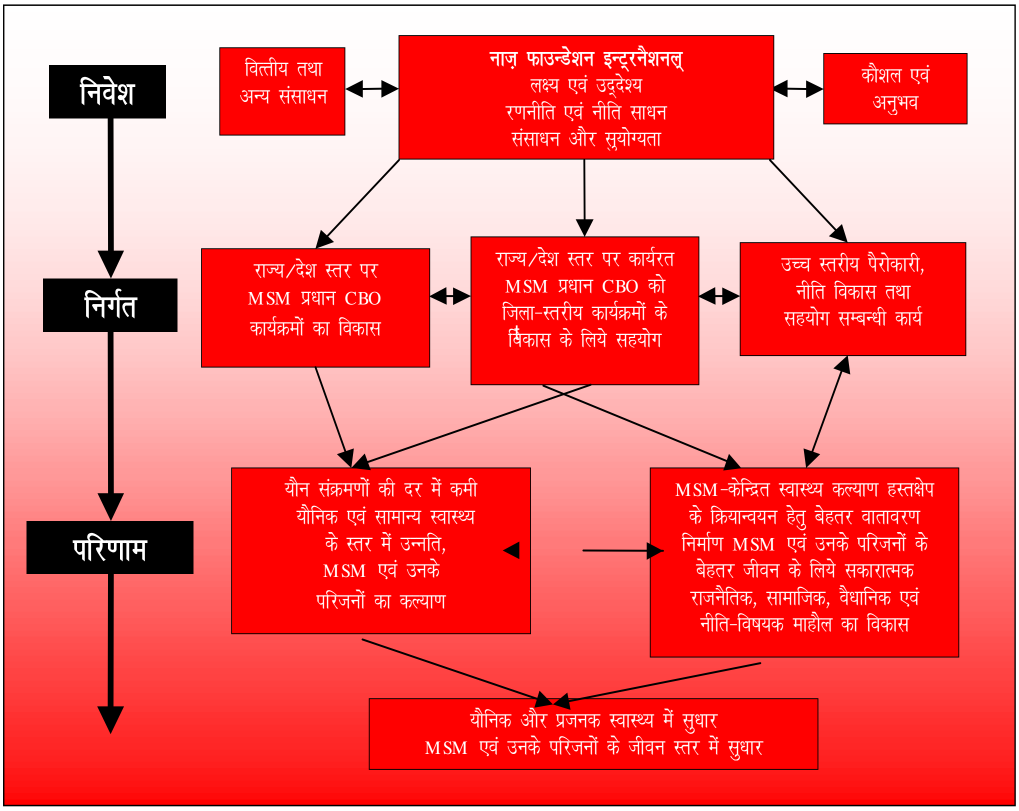

পূর্ন শব্দ

এইডস	:	একোয়ারড ইম্মিউন সিষ্টেম ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম
এআরভি	:	এন্টিরেটরোভাইরাল
বিসিসি	:	বিহেবিওরাল চেঞ্জ কমিউনিকেশন
আই ডি ইউ	:	ইঞ্জেকটিং ড্রাগ ইউজার
জিও	:	গোভারনমেন্ট অরগানাইজেশন
জিপিএম	:	জেনেরাল পোপুলেশন অফ মেলস্
এইচআইভি	:	হিউমেন ইম্মিউন ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস
এমএমএস	:	মেল টু মেল সেক্স
এমএসএম	:	মেলস্ হু হেভ সেক্স উয়িত মেলস্
এমএসডাবি-ও	:	মেল সেক্স ওয়ার্কার
এনজিও	:	নন গোভারনমেন্ট অরগানাইজেশন
এনএফআই	:	নাজ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল
এসটিআই	:	সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন
ইউএনএইডস	:	ইউনাইটেড নেশনস জয়েন্ট প্রোগ্রাম অন এইডস
হু	:	ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা নিম্নলিখিত সোর্সসমুহের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি:

- দি ওর্য়াকার্স হ্যান্ডবুক: দি সেক্স ওর্য়াকার্স আউটরিচ প্রজেক্ট. অস্ট্রেলিয়া,১৯৯২
- দি আনসেনসর্ড গাইড টু সেক্সুয়াল হেল্থ, হেলেন নক্স, নক্স পাবলিশিং, ইউ.কে
- মেকিং সেক্স ওর্য়াক সেফ, নেটওর্য়াক অফ সেক্স ওর্য়াক প্রজেক্টস, ইউ কে, ১৯৯৫
- এবিসি অফ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, এডিটেড বাই মাইকেল এডলার, বি এম জে, ইউ কে, ১৯৯৫
- এবিসি অফ এইডস, এডিটেড বাই মাইকেল এডলার, বি এম জে, ১৯৯৫
- ওর্য়াকিং উইথ আনসারটেইনটি, হিলারি ডিক্সন এন্ড পিটার গর্ডন, এফপিএ ইডুকেশন ইফনিট, ইউ কে, ১৯৮৭
- ওয়েসসেক্স গে মেন্স হেল ফোরাম, ইউ কে ফর এসটিডি টেক্সট
- এসটিডি/ এইডস পিয়ার ইডুকেটর ট্রেনিং ম্যানুয়াল , ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, তানজানিয়া ১৯৯২
- ইউএন ডিপি: এইচআইভি/এইডস প্রজেক্ট প-্যানিং ম্যানুয়াল
- ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টান্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ইউ কে, প্রজেক্ট লজিক্যাল ফ্রেমওর্য়াক
- ইউএন এইডস: প-্যানিং এন্ড ইমপি-মেনটেশন অফ টার্গেটেড ইন্টার ভেনশন - পার্টিসিপেন্টস গাইড (ড্রাফ্ট)

এই রির্সোসের উন্নয়ন এবং উৎপাদন কাজে অকুন্ঠ/পর্যাপ্ত সাহায্যের জন্য আমরা ইউএনএইডস, এবং ক্যালি আলমেদাল পার্টনারশীপ ইউনিটকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।